দৈনিক জনকণ্ঠ

চবি ক্যাম্পাসে শিবির-ছাত্রলীগ সংঘর্ষ ॥ আহত ২০

দুই গ্রুপের পাল্টাপাল্টি কর্মসূচী ঘোষণা ভর্তি পরীক্ষা অনিশ্চিত

চবি সংবাদদাতা

মঙ্গলবার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবির ও ছাত্রলীগের মধ্যে সংঘটিত এক আকস্মিক সংঘর্ষে উভয় পক্ষের ২০ জন নেতাকর্মী আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে ছাত্রলীগের ৪ জন ছুরিকাহত। অন্যরা রড, হকিস্টিক ও ইটের টুকরার আঘাতে আহত। বেলা ১২টায় বিশ্ববিদ্যালয় রেলস্টেশনে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিচ্ছুদের উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছা মিছিলে পরস্পরবিরোধী স্লোগানকে কেন্দ্র করে এই সংঘর্ষ ঘটে। ঘটনার জন্য ছাত্রলীগ ও শিবির পরস্পরকে দোষারোপ করে পাল্টাপাল্টি কর্মসূচী ঘোষণা করেছে। ছাত্রলীগ বুধবার থেকে লাগাতার ভার্সিটি অবরোধের ডাক দিয়েছে। ছাত্র শিবির একই দিন ডেকেছে ছাত্র ধর্মঘট। এর ফলে বুধ ও বৃহস্পতিবারের পূর্বনির্ধারিত ভর্তি পরীক্ষা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ভিসি তাঁর উপদেষ্টাদের নিয়ে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জরুরী বৈঠকে বসেছেন।

মঙ্গলবার ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ভর্তি পরীক্ষা। এতে প্রায় ৭ হাজার ছাত্রছাত্রী অংশ নেয়। ছাত্রলীগ ও শিবিরসহ ছাত্র সংগঠনগুলো প্রতিদিনের মতো মঙ্গলবারও ভার্সিটি রেলস্টেশনে শুভেচ্ছা মিছিল বের করে। বেলা ১২টার দিকে ভর্তি পরীক্ষা শেষে হাজার হাজার ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রী রেলস্টেশনে পৌঁছলে ছাত্র সংগঠনগুলো স্লোগানে স্লোগানে এলাকা প্রকম্পিত করে। এ সময় শিবিরের মিছিল থেকে ছাত্রলীগের প্রতি উস্কানিমূলক স্লোগান দিলে ছাত্রলীগের মিছিল থেকে পাল্টা জবাব দেয়া হয়। এ নিয়ে উপস্থিত নেতাকর্মীদের মধ্যে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে সংঘর্ষ শুরু হয়। আকস্মিক এই সংঘর্ষে হাজার হাজার ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রী দিগ্বিদিক ছুটতে থাকে। ঘটনার সময় পুলিশ ছিল নিষ্ক্রিয়। শিবির ও ছাত্রলীগ কর্মীরা ধাওয়া পাল্টাধাওয়া, হামলা ও পাল্টাহামলায় জড়িয়ে পড়ে। ঘণ্টাব্যাপী সংঘর্ষ শেষে বিপুল সংখ্যক দাঙ্গা পুলিশ ছাত্রলীগ কর্মীদের গ্রেফতারের চেষ্টা চালায়। ফলে ছাত্রলীগ কর্মীরা পিছু হটে ভার্সিটির ১ নম্বর সড়কের মাথায় গিয়ে চট্টগ্রাম-হাটহাজারি সড়কে ব্যারিকেড দেয়। ফলে উভয় দিকে শত শত গাড়ি আটকে যানজটের সৃষ্টি হয়। হাটহাজারি থানা পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ব্যারিকেড সরায়। পরবর্তীতে বিক্ষুব্ধ ছাত্রলীগ কর্মীরা শহরে ভার্সিটির ৪টি বাস আটক করে। পুলিশী প্রহরায় বিকালে বাস ৪টি ক্যাম্পাসে পৌঁছানো হয়। সংঘর্ষে আহতরা হলেন, ছাত্রলীগ চবি সিনিয়র সহসভাপতি নাজিমুদ্দীন শিমুল, তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক জয়নাল আবেদীন, আবদুল্লাহ আল মামুন, সাইফুল ইসলাম, সাইফুল আলম জুয়েল ও আবদুর রহিম। এদের মধ্যে মামুন, রহিম, জয়নাল ও শিমুল ছুরিকাহত বলে জানানো হয়েছে। ছাত্রলীগ তাদের অর্ধ শতাধিক নেতাকর্মী আহত হয়েছে বলে দাবি করেছে। অন্যদিকে ছাত্র শিবির জানিয়েছে, তাদের ভার্সিটি শাখা সাধারণ সম্পাদক জাহেদ হোসেনসহ সৈয়দ হোসেন, মিজানুর রহমান, আশিক শাহাদাত, নজরুল ইসলাম, কামাল, ফরিদ প্রমুখ নেতাকর্মী আহত হয়েছে। সকলেই শহরের হাসপাতাল ও ক্লিনিকে চিকিৎসাধীন রয়েছে। ছাত্রলীগ তাদের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে অভিযোগ করেছে, ছাত্র শিবির অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে বহিরাগত সন্ত্রাসীদের দিয়ে এই সশস্ত্র হামলা চালিয়েছে। এ সময় শিবির ক্যাডাররা ছাত্রলীগের ছাত্রনেত্রীদের সঙ্গেও অশোভন আচরণ করে। তারা ছাত্রীদের ওড়না ধরে টান দেয়। অথচ এ সময় প্রক্টর ও পুলিশ ছিল সম্পূর্ণ নীরব। ঘটনায় জড়িত শিবির ক্যাডারদের বিচারের দাবিতে ছাত্রলীগ বুধবার থেকে লাগাতার ভার্সিটি অবরোধের ঘোষণা দিয়েছে। ভর্তি পরীক্ষা অবরোধের আওতায় থাকবে। অন্যদিকে ঘটনার জন্য ছাত্রলীগকে দায়ী করে বিচার দাবিতে শিবির বুধবার ছাত্র ধর্মঘট ডেকেছে। এ দিকে ক্যাম্পাসে সহিংসতার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে ছাত্রদল ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। ছাত্রদল মঙ্গলবারের ঘটনার জন্য ভার্সিটি প্রশাসনের ব্যর্থতাকে দায়ী করেছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিকালে ভিসি প্রফেসর নূরুদ্দীন চৌধুরী জনকণ্ঠকে জানান, সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় জরুরী সিন্ডিকেট সভা ডাকা হয়েছে। সেখানে বিস্তারিত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। এর আগে কিছু মন্তব্য করা সম্ভব নয়।

উল্লেখ্য, গত ১২ মার্চ থেকে চবিতে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হয়েছে। ভর্তি পরীক্ষার সমাপ্তি পর্যায়ে বুধবার ও বৃহস্পতিবার রয়েছে কলা অনুষদের ভর্তি পরীক্ষা। এই অনুষদে ৭ হাজার ৮ শ' ৩৪ জন ভর্তিচ্ছু আবেদন করেছে। এদিকে দু'টি ছাত্র সংগঠনের সংঘাতের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ভর্তি পরীক্ষা অনিশ্চিত হওয়ায় হাজার হাজার ভর্তিচ্ছু ও তাদের অভিভাবকরা চরমভাবে উদ্বিগ্ন।

চট্টগ্রাম : শিবিরের হামলায় গুরুতর আহত ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতা-কর্মী —জনকণ্ঠ

ক্যাম্পাসে পূর্ণ আধিপত্য বিস্তারে শিবির মরিয়া

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র শিবির যে কোন মূল্যে ক্যাম্পাসে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনগুলোর মিছিলসহ যে কোন কর্মকাণ্ডে তারা বাধা সৃষ্টি করে চলেছে।

জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে শিবির চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে দখলদারিত্ব বজায় রাখার জন্য সব ধরনের সহিংস কর্মকাণ্ড ঘটিয়ে চলেছে। শুরু থেকেই ছাত্রদলকে হল থেকে বের করে দেয়া, ছাত্র ইউনিয়ন এবং ছাত্রফ্রন্টের লিফলেট ছিঁড়ে ফেলা এবং ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের মারধর এসব সহিংসতার অন্যতম। সমঝোতার মাধ্যমে ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসে প্রবেশ করলেও ছাত্র শিবির বিভিন্ন সময়ে তাদের ওপর হামলা চালিয়েছে। কোন প্রকার মিছিল ও সমাবেশ তাদের করতে দেয়া হয়নি।

ছাত্রলীগের ছাত্র ধর্মঘট আহ্বান

এদিকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ বুধবার চট্টগ্রাম মহানগর, চট্টগ্রাম উত্তর ও দক্ষিণ জেলায় সর্বাত্মক ছাত্র ধর্মঘট আহ্বান করেছে। ধর্মঘট সফল করার জন্য ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সহসম্পাদক নাসির হায়দার বকুল, কেন্দ্রীয় সদস্য জিল্লুর রহমান জুয়েল, হাসিনা আক্তার টুকি ও বিপ্লবী রোমা এক যুক্ত বিবৃতিতে সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রীদের প্রতি আহ্বান জানান।

19 MAR 03
তারিখ ... ১৯ MAR 2003
পৃষ্ঠা ... কলাম ...